পাপ, সুসমাচার এবং আইন

পাঠ ২: ৩০ মে, ২০২৬ তারিখ

"আমি তোমার নিদেশমালা
কখনও ভুলিয়া যাইব না,
কারণ তদ্দ্বারা তুমি আমাকে
সঞ্জীবিত করিয়াছ।
আমি তোমারই, আমাকে
পরিত্রাণ কর;
কারণ আমি তব নিদেশমালার
অন্বেষণ করিয়াছি।"

(গীতসংহিতা ১১৯:৯৩, ৯৪)

আমরা তা স্বীকার করি বা না করি, পাপ এমন একটি সমস্যা যা আমাদের সকলকেই প্রভাবিত করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়: “কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে” (রোমীয় ৩:২৩)।

পাপের কারণে ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হয়, তা আমরা কীভাবে পূরণ করতে পারি? কেউ কেউ এই সমস্যার দুটি সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাব করেছেন: কেবল বিধান (কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ, যা বিধানের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা); অথবা কেবল সুসমাচার (বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ, যা বিধানকে বিলুপ্ত করে)।

সঠিকভাবে বুঝলে, বিধান ও সুসমাচার পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে তারা উভয়েই সহযোগিতা করে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজ রয়েছে।

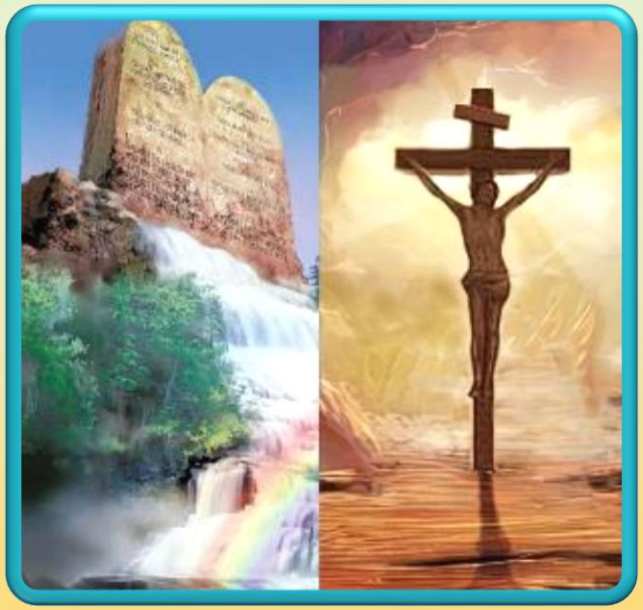

- প্রলোভন পরিহার করুন
- পাপ এড়ানোর উপায়

পাপ

আইন এবং পাপ

আজ্ঞা এবং পাপ

- সুসমাচার এবং আইন
- পাথরের উপর নির্মিত

সুসমাচার

পাপ

প্রলোভন এড়িয়ে চলুন

"কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়।" (যাকোব ১:১৪)

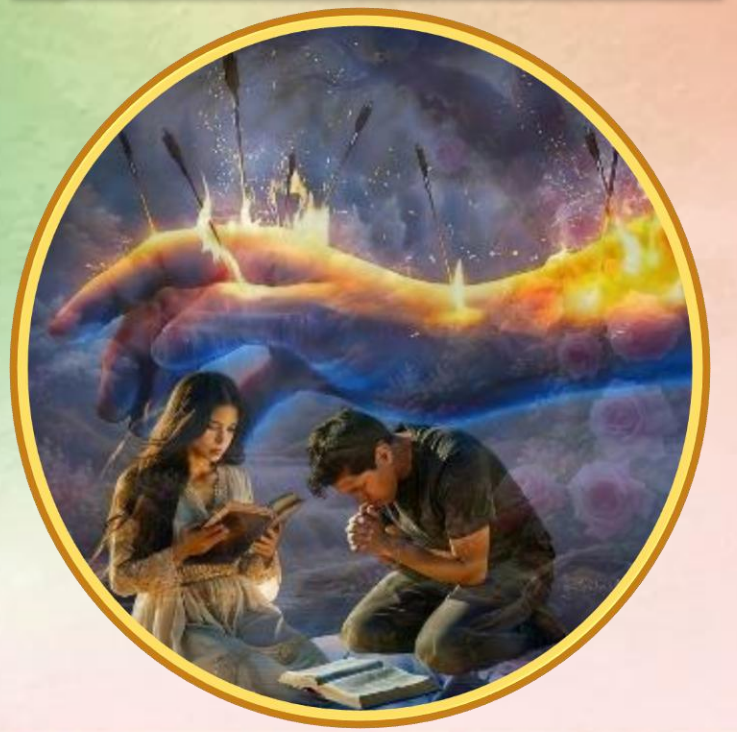

যাকোব সেই ব্যক্তিকে "ধন্য" বলেন যিনি প্রলোভন প্রতিরোধ করেন (যাকোব ১:১২)। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, প্রলোভন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না (যাকোব ১:১৩), বরং তা আমাদের নিজেদের মন্দ বাসনা থেকেই উদ্ভূত হয় (যাকোব ১:১৪)।

পৌল একজন "প্রলোভনকারীর" (১ থিষলনীকীয় ৩:৫) কথা বলেন, যাকে যীশু শয়তান বলে চিহ্নিত করেছেন (মথি ৪:৩, ১০)। আমাদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমাদেরকে পাপের পথে চালিত করতে হয়, তা সেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানে। আসুন আমরা ভুলে না যাই যে, আমরা খ্রীষ্ট ও শয়তানের মধ্যকার এক মহাজাগতিক যুদ্ধে নিমজ্জিত আছি এবং সেই প্রলোভনকারী আমাদেরকে খ্রীষ্ট থেকে বিমুখ করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করবে।

শিমশোন এমন একজন ব্যক্তির স্পষ্ট উদাহরণ যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেনেও নিজের আবেগের বশে প্রলোভনে ভেসে গিয়েছিলেন (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৪:১-৩ এবং ১৬:১, ৪)।

কীভাবে প্রলোভন এড়ানো যায়? ঈশ্বরের অন্বেষণ করে (মথি ৬:৩৩); তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটিয়ে (মার্ক ১৪:৩৮); এবং বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করে (ইফিষীয় ৬:১৬)।

পাপ পরিহারের উপায়

"দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল;" (মার্ক ৯:৪৭)

পাপ পরিহার করার জন্য যীশু আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গেছেন:

পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। (মার্ক ৯:৪৩; ইয়োব ২৩:১২)। উদাহরণস্বরূপ, মদ কেনা।

এমন জায়গায় যাওয়া পরিহার করুন যেখানে পাপ করার সম্ভাবনা থাকে (মার্ক ৯:৪৫; ইয়োব ২৩:১১)। উদাহরণস্বরূপ, নাইটক্লাবে যাওয়া।

এমন জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকুন যা আপনাকে পাপের দিকে চালিত করতে পারে (মার্ক ৯:৪৭; ইয়োব ৩১:১)। উদাহরণস্বরূপ, অশ্লীল দৃশ্যযুক্ত চলচ্চিত্র দেখা।

সংক্ষেপে, পাপ এবং পাপের প্রলোভন থেকে দূরে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে প্রার্থনা করুন।

1. নিজেকে স্বাবলম্বী মনে করো না (১ করিন্থীয় ১০:১২)।
2. সবাইকে নিজের গুণের কথা বলা বন্ধ করুন, যীশুর মতো নম্র হোন (মথি ৬:২)।
3. তোমার হৃদয় থেকে কামনাবাসনা দূর করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা-ই করো (মথি ৫:২৮-২৯)।
4. অন্যদের সমালোচনা ও বিচার করা বন্ধ করুন (১ করিন্থীয় ৪:৫)
5. তোমাদের শত্রুদের ঘৃণা করো না, বরং তাদের জন্য প্রার্থনা করো (মথি ৫:৪৪)
6. তোমার চারপাশের লোকদের উপর রাগ করা বন্ধ করো (মথি ৫:২২)

אנכי ה׳
לא יהיה
לא תשא
זכור את
כבד את
לא תרצח
לא תנאף
לא תגנב
לא תענה
לא תחמד

বিধি-ব্যবস্থা

ব্যবস্থা ও পাপ

"যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ। ."
(১ যোহন ৩:৪)

পাপের সঙ্গে ব্যবস্থার সম্পর্ককে কেউ কেউ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যারা মনে করেন যে ব্যবস্থা পালন করার মাধ্যমে তারা তাদের পাপ মোচন করতে পারবেন (গালাতীয় ৫:৪)। এই ধারণা অন্যদেরকে এর বিপরীত চরমপন্থার দিকে চালিত করেছে, অর্থাৎ, ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সমস্যাটি হলো এই ধারণা যে, ব্যবস্থা পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কিত, হয় তা অর্জনের একটি উপায় হিসেবে, অথবা একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে। কিন্তু ব্যবস্থার কাজ কখনোই পরিত্রাণমূলক ছিল না। তাহলে, এর কাজ কী?

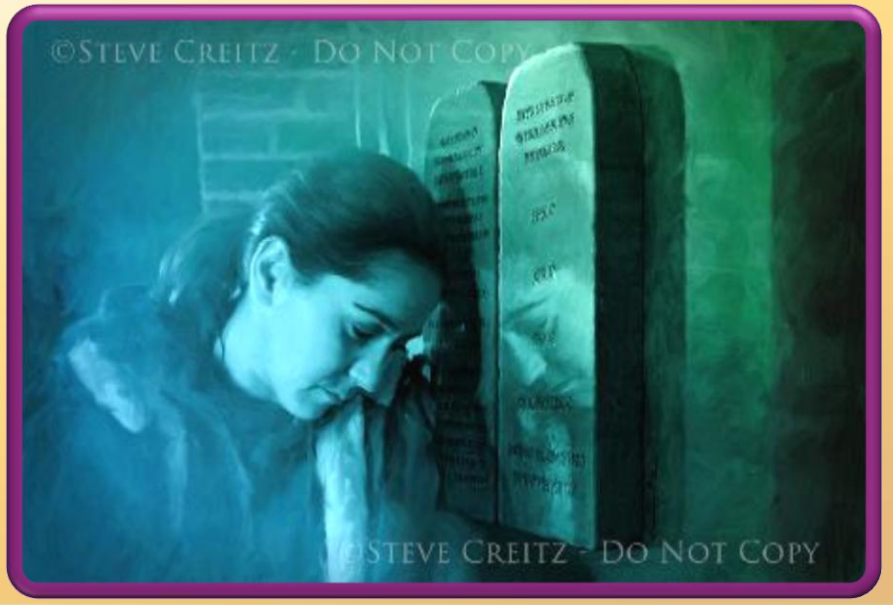

ব্যবস্থা আমাদের কাছে পাপ প্রকাশ করে (১ যোহন ৩:৪)। ব্যবস্থা না থাকলে আমরা জানতাম না পাপ কী (রোমীয় ৭:৭) এবং সেই কারণে আমরা এর সমাধানও খুঁজতাম না (গালাতীয় ৩:২৪)।

আইন বোঝা হওয়া তো দূরের কথা, এটি একটি সুরক্ষামূলক বেড়া যা আমাদেরকে পাপের ভয়ঙ্কর পরিণাম ভোগ করা থেকে রক্ষা করে (১ যোহন ৫:৩; গীতসংহিতা ১:১-৩)।

সুসমাচার

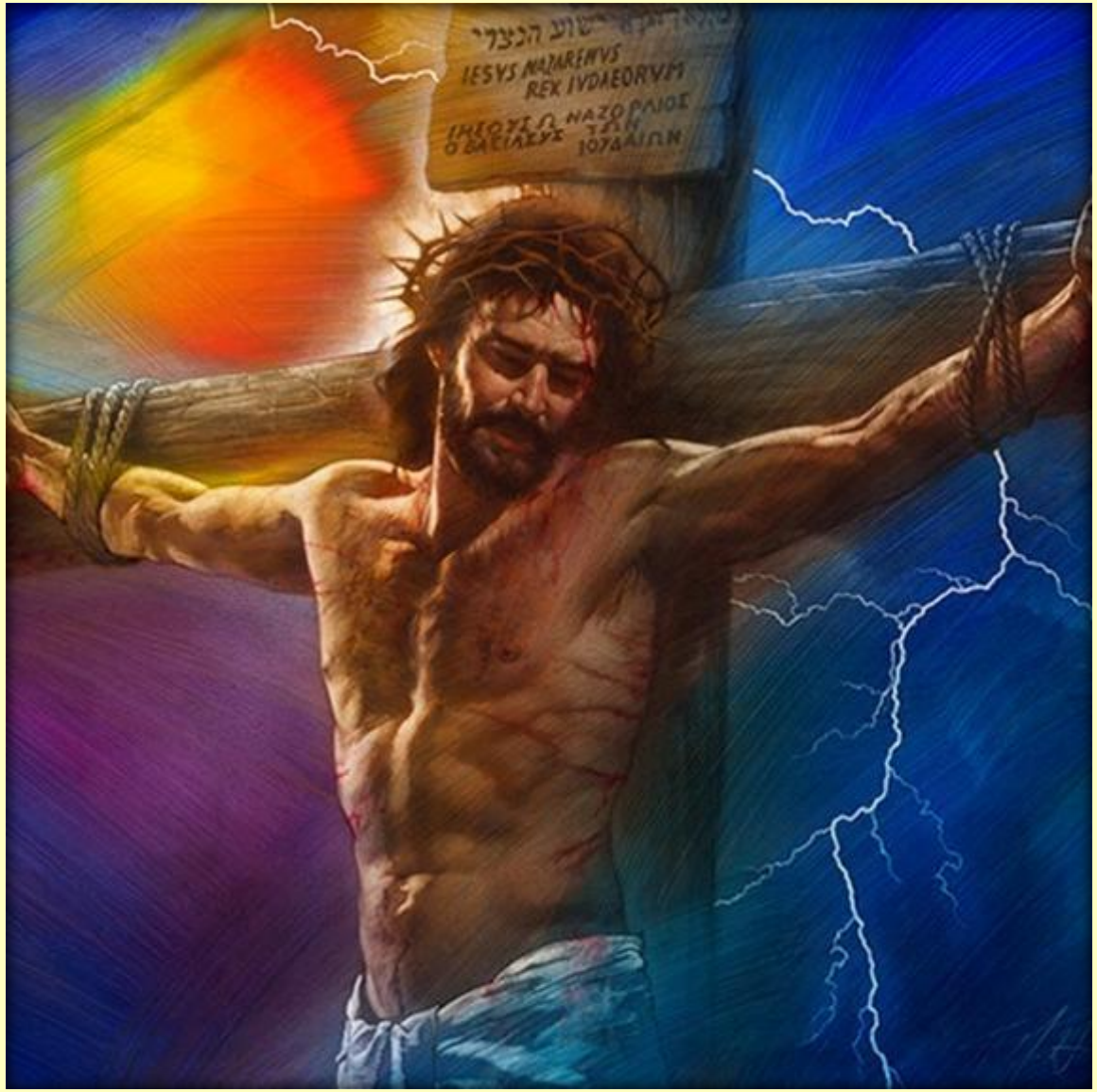

সুসমাচার এবং আইন

"কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থার কার্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়।" (রোমীয় ৩:২৮)

আমাদের পরিত্রাণ (পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন) যীশু ক্রুশের উপর আমাদের জন্য যে কাজ করেছেন তার মাধ্যমেই লাভ করা যায় (গালাতীয় ৩:১৩)। এই কারণে আমরা যীশুকে ভালোবাসতে বাধ্য (১ যোহন ৪:৯, ১৯)। আর আমরা ঠিক তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করার মাধ্যমেই এই ভালোবাসা প্রদর্শন করি (যোহন ১৪:১৫)।

আসুন, ব্যবস্থা ও সুসমাচারের (অর্থাৎ, যীশুর রক্তের মাধ্যমে পরিত্রাণ) মধ্যকার সম্পর্কটি পর্যালোচনা করি:

ব্যবস্থা পাপের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে।

যখন আমরা পাপ করি, তখন আমরা অনন্ত মৃত্যুর জন্য দণ্ডিত হই।

ব্যবস্থা পাপ ক্ষমা করতে অক্ষম।

আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার জন্য যীশু অনন্তকালীন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

যখন আমরা যীশুর বলিদান গ্রহণ করি, তখন আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়।

একবার ক্ষমা লাভ করলে, আমরা যেন পুনরায় পাপ না করি, সেইজন্য ব্যবস্থা পালন করি।

(১ যোহন ২:১)

যীশুর উদ্দেশ্য কখনও ব্যবস্থা - ভাববাদী গ্রন্থ বাতিল করা ছিল না, বরং তা দৃঢ় করা ছিল (মথি ৫:১৭)। ব্যবস্থা - ভাববাদী গ্রন্থ এবং সুসমাচার উভয়ই ঈশ্বরের প্রকৃত চরিত্রের প্রতিফলন: আর তা হলো প্রেম।

পাথরের উপর নির্মিত

"তাই যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনছে, তাকে একজন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হবে, যে পাষার উপরে উপরে উঠার ঘর নির্মাণ করি।" (মথি ৭:২৪)

সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এর প্রথম ধাপ হলো জ্ঞান অর্জন। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, কেউ একজন আমাদের উদ্ধার করতে পারেন (রোমীয় ১০:১৪)।

কিন্তু কেবল জ্ঞানই আমাদের পরিত্রাণ দেবে না। যারা পরিত্রাণের জ্ঞান লাভ করেও সুসমাচারের নীতিগুলি কাজে লাগায় না, যিশু তাদের এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন যে বালির উপর ঘর তৈরি করেছিল, "এবং তার পতন হয়েছিল ভয়াবহ" (মথি ৭:২৬-২৭)।

জ্ঞানের সাথে অবশ্যই বাস্তব কর্ম থাকতে হবে (মথি ৭:২৪-২৫)। আমরা ব্যবস্থার কাজ ছাড়াই ধার্মিক বলে গণ্য হই (রোমীয় ৩:২৮), কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের ফলস্বরূপ এই কাজগুলো আমাদের জীবনে দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যক (মথি ৭:১৮-২১)।

যখন আমরা যীশুকে গ্রহণ করি এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জীবনযাপন করি, তখন আমরা সেই শিলার উপর আমাদের ভিত্তি স্থাপন করি।

বিধান মানুষের কাছে তার পাপ প্রকাশ করে, কিন্তু কোনো প্রতিকার দেয় না। এটি আজ্ঞাপালনকারীদের জন্য জীবনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, লঙ্ঘনকারীর প্রাপ্য মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। একমাত্র খ্রীষ্টের সুসমাচারই তাকে পাপের দণ্ড বা কলুষতা থেকে মুক্ত করতে পারে। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ করতে হবে, যাঁর বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে; এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তকারী বলিদান খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এইভাবে সে "অতীতের পাপের ক্ষমা" লাভ করে এবং ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হয়।

EGW (The Great Controversy, p. 467)